গুদামজাত শস্যের পোকা

যার গোলায় বেশি পোকা
সে খাবে ভীষণ ধোকা

ফ্যাক্ট শীটঃ পোকামাকড় ও মেরুদন্ডী বালাই ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

পোকা ও ক্ষতির ধরন

সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশে গুদামজাত বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও বীজ প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতি সাধারণত দু'ভাবে হয় :

- পোকা দানাশস্য খেয়ে ক্ষতি করে। ফলে খাদ্যশস্যের ওজন কমে যায়, বাজার মূল্য কম পাওয়া যায়, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং পুষ্টিমান হ্রাস পায়।
- পোকামাকড়ের দেহাংশ খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে খাদ্য দূষিত হয়। পোকামাকড়ের অবস্থানের কারণে গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়ে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সৃষ্টি হয়। ফলে খাদ্য দুর্গন্ধযুক্ত ও জমাটবদ্ধ হয়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয় এবং বাজারমূল্য হ্রাস পায়।

পোকামাকড়ের আক্রমণের কারণ

- পুরানো খাদ্যশস্য খেয়ে পোকা জীবন ধারণ করে। এছাড়া পুরানো ছালা বা বস্তা এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পাত্রে পোকা অবস্থান করে। উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পেলে দ্রুত বংশ বিস্তার করে এবং নতুন গুদামজাত শস্যে আক্রমণ করে।
- সাধারণত ২৭-৩২° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ যদি শতকরা ১২-১৫ ভাগ হয় তাহলে পোকামাকড়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রায় ৬০টিরও বেশি পোকা গুদামজাত শস্যের ক্ষতি করে থাকে। কয়েকটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকার বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

রাইস উইভিল

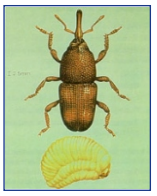
রাইস উইভিল

পূর্ণবয়স্ক ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত শস্যের ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা উড়তে পারে। এর সামনের দিকে লম্বা শুঁড় আছে। এই পোকা শস্যদানাতে শুঁড়ের সাহায্যে গর্ত করে ভিতরের শাঁস খায়।

লেসার গ্রেইন বোরার

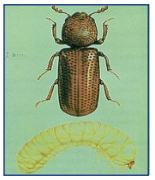
লেসার গ্রেইন বোরার

কিড়া ও পরিণত পোকা উভয়েই গুদামজাত শস্যের ক্ষতি করে থাকে। খুব পেটুক প্রকৃতির এবং শস্যদানার ভিতরের অংশ কুরে কুরে খেয়ে গুঁড়ো করে ফেলে। আকারে ছোট, মাথা গোল ও গ্রীবা অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে নোয়ানো, তাই উপর থেকে দেখলে চোখে পড়ে না।

অ্যাঙ্গোমুয়েস গ্রেইন মথ

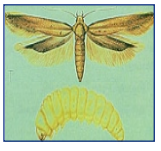
অ্যাঙ্গোমুয়েস গ্রেইন মথ

আমাদের দেশে গুদামজাত ধানের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা এই মথ। শুধু এর কিড়া শস্যের ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ছোট, হালকা খয়েরি রঙের এবং সামনের পাখায় কয়েকটি দাগ দেখা যায়। পিছনের পাখার শির্ষপ্রান্ত বেশ চোখা। শস্যদানার ভিতর ছিদ্র করে ঢোকে শাঁস খেতে থাকে এবং পুত্তলী পর্যন্ত সেখানে থাকে।

রেড ফ্লাওয়ার বিটল

রেড ফ্লাওয়ার বিটল

পরিণত পোকা ও কিড়া উভয়ই ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা আকারে খুবই ছোট এবং লালচে বাদামি রঙের। এটি দানাশস্যের গুঁড়া (আটা, ময়দা, সুজি) এবং ভ্রুণ খেতে বেশি পছন্দ করে। এদের আক্রান্ত খাদ্যসামগ্রী দুর্গন্ধযুক্ত ও খারাপ স্বাদের হয়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

গুদামজাত শস্যের পোকা (চলমান)

যার গোলায় বেশি পোকা
সে খাবে ভীষণ ধোকা

দমন ব্যবস্থাপনা

- খাদ্যশস্য গুদামজাত করার পূর্বে গুদামঘর বা শস্য সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং ফাটল থাকলে মেরামত করতে হবে। গুদামঘর বায়ুরোধী, ইঁদুরমুক্ত এবং মেঝে আর্দ্রতা প্রতিরোধী হতে হবে। নতুন ও পুরানো খাদ্যশস্য একত্রে রাখা বা মিশানো যাবে না।
- খাদ্য মজুদের ২-৪ সপ্তাহ পূর্বে গুদাম পরিষ্কারের পর অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী কীটনাশকের (যেমন- ক্লোরপাইরিফস মিথাইল, ম্যালাথিয়ন) দ্বারা গুদামের মেঝে, দেয়াল, দরজা, উপরের সিলিং প্রভৃতিতে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সংরক্ষণের জন্য রাখা শস্য পরিষ্কার, কম ভাঙা, শুষ্ক এবং আদ্রর্তার পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ বা তার কম হতে হবে। গুদামে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে তাপমাত্রার এবং আর্দ্রতার সমতা বজায় থাকে।
- পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কিছু দেশীয় গাছগাছড়া, যেমন - নিম, নিশিন্দা ও বিষকাটালীর পাতা শুকিয়ে গুড়া করে খাদ্যশস্যের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।
- গুদামজাত শস্যে পোকার আক্রমণ তীব্র হলে অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড/ ম্যাগনেসিয়াম ফসফাইড/ ফসটকসিন (৪-৫ টি ট্যাবলেট/টন খাদ্যশস্য) ব্যবহার করে গুদামঘর সম্পূর্ণরূপে ৩-৪ দিন বন্ধ রাখতে হবে। বিষবাষ্প মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই এটি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে ব্যবহার করানো উচিত নয়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd